দৈনিক ইত্তেফাক

023

তারিখ 07 AUG 1988
পৃষ্ঠা 3 কলাম 6

প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি

বিজয়ের জন্য শোকরানা আদায় করুন।

প্রিয় প্রাথমিক শিক্ষক/ শিক্ষিকা ভাই ও বোনেরা :-
শোকরানা আদায় করুন। আনন্দ প্রকাশ করুন। ৪র্থ জাতীয় মহাসম্মেলন আমাদের জন্য কয়েকটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য বয়ে এনেছে। যথা:-

(১) প্রাথমিক শিক্ষকদের নিয়োগ পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়ে সর্ব প্রথম মহা-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগ কর্তা হয়েছেন। এর ফলে আমাদের চাকুরীর মর্যাদার এক ঐতিহাসিক পরিবর্তন ঘটেছে। কারণ এই সর্ব প্রথম প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের প্রক্রিয়ায় কোন বেসরকারী ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট নেই এবং আমাদের সন্তানদের সংরক্ষিত চাকুরী প্রাপ্তি নিশ্চিত হয়েছে।
(সরকারী আদেশ নং- ৬/২ এ-১৩/৮৬/৬৯৮, তাং ২-৭-৮৮ ইং)।

(২) ১৯৮৩ সালের ১৫ই আগষ্ট হতে উপজেলা কর্তৃক বদলীর আদেশের বিরুদ্ধে প্রাথমিক শিক্ষকদের কোনরূপ আপীল করার সুযোগ ছিলনা। ইন্‌শাল্লাহ এখন হতে প্রাথমিক শিক্ষকগণ উপজেলার বদলীর আদেশের বিরুদ্ধে জেলা শিক্ষা অফিসার ও তার আদেশের বিরুদ্ধে মহা-পরিচালকের নিকট আবেদন করতে পারবেন।
(সরকারী আদেশ নং- ৭/৮ টি-১০/৮৭-৭৬৫ (২০০০০) তাং ১৮-৭-৮৮ ইং)।

(৩) ১৯৮৩ সালের ১৫ই আগষ্ট হতে উপজেলা কর্তৃক প্রদত্ত শাস্তির বিরুদ্ধে শিক্ষা বিভাগে প্রাথমিক শিক্ষকদের আপীল করার কোন অধিকার ছিল না। এখন হতে প্রাথমিক শিক্ষকগণ তাদের উপর প্রদত্ত শাস্তির বিরুদ্ধে মহা-পরিচালকের নিকট আপীল করতে পারবেন।

উপরোক্ত তিনটি আদেশ জারীর মাধ্যমে ১৯৮৩ সালে সমিতির সভাপতিকে নির্যাতন মূলক আইনে আটক রেখে যে সব অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল তা পুনরার্জিত হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষকগণ আবার পুরাপুরিভাবে সরকারী কর্মচারী হয়েছেন।

আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার ইতিমধ্যে অর্জিত হয়েছে :-(১) প্রাথমিক শিক্ষকগণ সরকারী কল্যাণ তহবিলের সাহায্য প্রাপ্তির হৃত অধিকার পুনরায় ফেরৎ পেয়েছেন। (২) প্রাথমিক শিক্ষকগণ স্ব-বেতনে এম,এড, পড়ার অধিকার পেয়েছেন। (৩) স্ব-বেতনে বি,এড, পড়ার সুযোগের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষকদের কর্মস্থলের নিকটবর্তী প্রশিক্ষণকেন্দ্রে প্রশিক্ষণ গ্রহণের অধিকার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ও প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য পৃথক বি, এড, ইন্‌ষ্টিটিউট খোলার ব্যবস্থা হচ্ছে। (৪) সর্বোপরি মিরপুরে অবস্থিত প্রাথমিক শিক্ষক ভবনের দখল বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নিকট বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং উক্ত ভবনে বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় কার্যালয় স্থাপিত হয়েছে। ১৯৮৩ সালে সমিতির সভাপতিকে কারাগারে আটক রেখে অত্র ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল এদেশের লক্ষ লক্ষ প্রাথমিক শিক্ষকদের দীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জিত অধিকার হতে বঞ্চিত করে আবার তাদের ১৯৭৩ সালের পূর্বেকার অন্ধকারে নিক্ষেপ করা। আল্লাহর মেহেরবাণীতে উক্ত ভবন আজ ষড়যন্ত্র নয় -সংগ্রামের কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

প্রিয় ভাই বোনেরা, আপনারা আল্লাহর শোকরানা আদায় করুন। মহামান্য রাষ্ট্রপতির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। আপনারা ঐক্যবদ্ধ থাকুন। যে সব সমস্যা সমাধানের বাকী আছে, ইন্‌শাল্লাহ সে সব সমস্যা সমাধানের সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে।

একটি বিশেষ ঘোষণা

বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি ১লা নভেম্বর হতে তিন মাস ব্যাপী বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ২০ বৎসর পূর্তি উৎসব পালন করবে। এ উপলক্ষে আগামী নভেম্বর মাসে পদ্মার তীরে পাকশীর মনোরম পরিবেশে বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির একটি বিশেষ মহা সমাবেশ আহবান করা হবে। উক্ত সমাবেশে পদ্মা, যমুনার পশ্চিম পাড়ের সকল প্রাথমিক শিক্ষক/ শিক্ষিকা যোগদান করবেন।

অত্র বিজ্ঞপ্তি আগষ্ট মাসের মাসিক সভায় প্রচারের জন্য সকল উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির নেতৃবৃন্দকে নির্দেশ দেওয়া যাচ্ছে।

অধ্যাপক আবুল কালাম আজাদ
সভাপতি
বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি

কাজী আ, কা, ফজলুল হক
সাধারণ সম্পাদক
বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতি